শ্বশুরের বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন এনসিপি নেতা সারজিস আলম

সংগৃহীত ছবি

রাষ্ট্রপতি সদ্য নিয়োগ দিয়েছেন ২৫ জন অতিরিক্ত বিচারপতি। এই তালিকায় আছেন অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান, যিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা সারজিস আলমের শ্বশুর। বিষয়টি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে বিতর্ক

আলোচনার সূত্রপাত আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে। সোমবার রাতে তিনি বিচারপতি নিয়োগের তালিকার ছবি শেয়ার করে লেখেন, ৪ নম্বরে থাকা আবু তাহের নিজেই নিজের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং ১৭ নম্বরে থাকা লুৎফর রহমান এনসিপির এক নেতার শ্বশুর।

এরপর থেকেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতির গন্ধ পাচ্ছেন। তবে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেসবুকেই জবাব দেন সারজিস আলম।

তিনি জানান, তার শ্বশুর লুৎফর রহমান ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ভর্তি হন। এসএসসি ও এইচএসসিতে চমৎকার ফলাফলের ভিত্তিতে খ ইউনিটে ১৯তম স্থান অর্জন করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে এলএলবি ও এলএলএম সম্পন্ন করে ১৯৯৮ সালে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

২০০৬ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় যুক্ত হন। বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ উভয় জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন। পারিবারিক সম্পর্কের আগেই তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে ছিলেন বলে উল্লেখ করেন সারজিস।

তার দাবি, শ্বশুরের শতাধিক জুনিয়র এখন সুপ্রিম কোর্ট ও নিম্ন আদালতে প্রতিষ্ঠিত। আর নতুন সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল-এর বাছাই প্রক্রিয়ায় সব শর্ত পূরণ করেই তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

আক্ষেপ করে সারজিস লেখেন, “আমার শ্বশুরের দীর্ঘ পরিশ্রম ও অর্জনকে উপেক্ষা করে কেবল আমার নাম টেনে আনা এক সংকীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।”